দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JAN 20.3
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

ডিগ্রী পরীক্ষা ঃ এসব কি হচ্ছে–

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত চলতি ডিগ্রী পরীক্ষায় বিচিত্র ধরনের অনিয়মের খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমতঃ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে বলে গুরুতর অভিযোগ ওঠেছে। রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের ৮টি জেলায় পরীক্ষা এখন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। এসব প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা ফটোকপি প্রায় একমাস আগে থেকেই এই অঞ্চলে বিক্রি হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মানিকগঞ্জে অভিনব কৌশলে উত্তরপত্র জালিয়াতির তথ্য ফাঁস হয়েছে এবং এ ঘটনায় কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ৩০ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছেন। পরীক্ষার খাতা বদল ও পুরো খাতা লেখার গোপন অভিনব কৌশল বহিষ্কৃতদের কাছ থেকে জানা গেছে বলে খবরে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়েছে যে, পরীক্ষার পর উত্তরপত্রের ভেতরের কাগজ বদল করে পুরো উত্তর লিখে দেয়া হতো এবং উত্তরপত্রে এক পৃষ্ঠা লিখে শেষ পাতার আগের পাতায় পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর লিখে বাকি উত্তরপত্র খালি রেখে পরে তাতে কৌশলে উত্তর লেখার ব্যবস্থা করা হতো। পুরো উত্তরপত্র লিখে পাস করানোর এই প্রক্রিয়া গত কয়েক বছর ধরে চলে আসছে বলেও এক খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই অপকৌশল জালিয়াতির ব্যাপারটি গত বছরই পরীক্ষক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে বলেও এক খবরে জানানো হয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত জালিয়াত চক্রটি ধরা পড়েনি। এ বছর বান্ডিংয়ের সময় খাতা চেক করার ব্যবস্থা নেয়ায় উত্তরপত্র ফাঁকা রাখা হয়– যা মানিকগঞ্জে ধরা পড়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এক খবরে বলা হয়েছে যে, এ বছর মূল উত্তরপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় নিরাপত্তা স্টিকার রয়েছে। জালিয়াত চক্র খাতা বদল করলেই ধরা পড়বে। জালিয়াত চক্রকে ধরার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষায় এই জালিয়াতির ব্যাপারে সতর্ক রয়েছেন এবং প্রতিকারমূলক কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এগুলো যথেষ্ট কিনা, এ প্রশ্নটিও বিবেচনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ধারণার বরাত দিয়ে এক খবরে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চক্র এই জালিয়াতির কাজে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এ ধরনের চক্রের কথা বলেছেন। খবরে আরো বলা হয়েছে যে, প্রতি বিষয়ের জন্য ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে এই চক্রটি গ্রহণ করে থাকে। জনৈক পরীক্ষার্থীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্রের মাধ্যমে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পাঠানোর আগে বান্ডিল খুলে দেখা হয়। এরপর সাংকেতিক চিহ্ন মিলিয়ে উত্তর লিখে দেয়ার ব্যবস্থা করতো ঐ চক্র।

পরীক্ষায় নকলসহ যেকোন অনিয়ম বা অসদুপায় জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য। উপরে খবরাদিতে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, পরীক্ষার উত্তরপত্রে যে ভয়ংকর জালিয়াতির বিষয় উঠে এসেছে, তাতে জঘন্যতম বললেও কম বলা হবে। এ ব্যাপারে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠেছে তা হলো, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই একটি চক্র রয়েছে– যাদের অংশগ্রহণ ছাড়া উত্তরপত্র জালিয়াতির ঘটনা অবলীলায় ঘটা সম্ভব নয়। ইতিপূর্বেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম ও অসদুপায়ের সাথে একশ্রেণীর লোকের সংশ্লিষ্ট থাকার কথা শোনা গেছে। দ্বিতীয়তঃ এবারের ডিগ্রী ছাড়াও অন্যান্য পরীক্ষায়ও নকলসহ সব ধরনের অসদুপায় অবলম্বনের বিস্তর ঘটনার কথা জানা গেছে। এসব নিয়ে সমালোচনা ও লেখালেখিও কম হয়নি। কেননা, পরীক্ষার হলে নকলসহ যেসব অসদুপায়ের অনুশীলন করা হয়, তার অন্যতম প্রধান কারণ পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য ও উদাসীনতা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই শৈথিল্য ও উদাসীনতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও অতীতে কম লক্ষ্য করা যায়নি। আর মূলত এই দুই ক্ষেত্রে শৈথিল্যের জন্যই পরীক্ষা তাৎপর্যহীন প্রহসনে পরিণত হযোে; এই পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেমন মর্যাদাজনক নয়, তেমনি ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য মর্যাদাজনক নয়। সর্বোপরি, দেশবাসীও নকল, অসদুপায়সহ সব ধরনের দুর্নীতিপরায়ণতা থেকে পরীক্ষাকে মুক্ত দেখতে চায় সঙ্গত কারণেই। এই গণআকাঙ্ক্ষার নিরিখেই সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং স্ব স্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কতে হবে।